কলকাতার উচ্চ আদালতে
দেওয়ানী রিভিশনাল এক্তিয়ার
আপিল সাইড
বর্তমান:
মাননীয় বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়
সি.ও. ২০১৯ সালের ৩০৬৭
এনআরএসকেএল হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
বনাম
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা
আবেদনকারীর জন্য
: মিঃ রাধাশ্যাম তেওয়ারি
উত্তরদাতা ব্যাংকের জন্য
মিঃ শিব মঙ্গল সিং
কুমারী জাহান আরা কিলসুম
কুমারী মরিয়াম সানফেই
শুনানি: ২০.০৯.২০২৩
উপর রায়; ২১.১২.২০২৩
বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি,

১। ০৮ই অগাস্ট, ২০১৯ তারিখের আদেশে সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হওয়ায় ২০১৮-এর ১৪০ নং আপিল তে ঋণ পুনরুদ্ধার আপিল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা (সংক্ষেপে ড্রাট ) দ্বারা পাস করা হয়েছে ২০১৮ সালের এস এ নং ১৩৭ থেকে উদ্ভূত, বর্তমান আবেদনটিকে ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. সংক্ষেপে আবেদনকারীদের মামলায় বলা হয়, বিপরীত পক্ষের নং ১ এখানে ৬০৪০ বর্গফুট এলাকা নিয়ে গঠিত একটি বাণিজ্যিক স্থান বিক্রয়ের জন্য সেপ্টেম্বর, ২০, ২০১৭ তারিখে একটি ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বলা ই-অ্যাকশন সেল নোটিশ অনুসারে, আবেদনকারী এখানে ১০ই অক্টোবর, ২০১৭-এ অনুষ্ঠিতব্য ই-অকশন সেল-এ অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তিনিও

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি শর্তাবলী টাকা জমা দেন। স্বত্ব দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি পরিদর্শন করার পরে, আবেদনকারীর দ্বারা এটি পাওয়া গেছে যে প্রত্যয়িত অনুলিপিটির যথাযথ অনুমোদন নেই। ০৬ই অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারী বিপরীত পক্ষকে জানিয়েছিলেন যে আবেদনকারী স্বত্ব নথিতে সন্তুষ্ট নন এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) থেকে উত্তোলন করতে চান৷ বিরোধী ২ / ব্যাংক দলের অনুমোদিত কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে স্বত্ব দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপিতে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ধরনের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী তার ৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ই-নিলামে অংশ নিতে সম্মত হন যে বিপরীত পক্ষের দ্বারা দেওয়া আশ্বাসের ভিত্তিতে যে বিপরীত পক্ষ ত্রুটিগুলি সংশোধন করবে।

৩। আবেদনকারী অক্টোবর ১০, ২০১৭-এ অনুষ্ঠিত ই-নিলামে অংশ নিয়েছিল এবং ৫.৭৬ কোটি টাকা মূল্যের জন্য সর্বোচ্চ দরদাতা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল যা ১০ই অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে বিপরীত পক্ষ নং ১ দ্বারা জানানো হয়েছিল। রিট আবেদনকারী বিপরীত পক্ষের আশ্বাসে নং ১ই অক্টোবর ১৮, ২০১৭ তারিখে বিডের পরিমাণের ২৫% জমা করেছিল। আবেদনকারী মোট টাকা প্রদান করেছেন ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বিপরীত পক্ষকে এই আশ্বাসের ভিত্তিতে যে বিপরীত পক্ষের স্বত্ব দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপিটি নিশ্চিত করার জন্য রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্সের কাছ থেকে যথাযথভাবে অনুমোদনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে, রেকর্ডিং যে মূল স্বত্ব দলিলটি আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে।

৪। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তিনি বিপরীত পক্ষকে ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রত্যয়িত অনুলিপিতে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য পদক্ষেপ নেন এবং অভিযোগ করা হয় যে সেই ভিত্তিতে আবেদনকারী বাকি অর্থ প্রদানের জন্য সময় বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরদাতা ব্যাংক সময় বাড়িয়েছে

২৮শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যালেন্স বিবেচনা জমা দিতে। বিপরীত পক্ষের ব্যাঙ্ক তার ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ এবং ডিসেম্বর ২০, ২০১৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে ব্যালেন্স বিবেচনার অর্থ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে। বিপরীত পক্ষের নং ১ তার ডিসেম্বর, ২০, ২০১৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের চিঠির অনুলিপি প্রত্যয়িত অনুলিপিতে অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানিয়ে রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্সের কাছে পাঠিয়েছে।

৫। এরপরে আবেদনকারী ডিসেম্বর, ২৬, ২০১৭ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের চিঠির উত্তর দেন এবং সেই চিঠিতে আবেদনকারী অভিযোগ করেন যে বিপরীত পক্ষ ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে তাদের দেওয়া অঙ্গীকার লঙঘন করেছে এবং স্বত্ব দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপিতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন করা উচিত যাতে বলা হয় যে মূল স্বত্ব দলিলটি আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে।

৬। এরপরে পিটিশনকারী এই হাইকোর্টে ২০১৭ সালের ডবলুপি নং ৪৭১ হিসাবে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন কিন্তু আবেদনকারীর কাছে বিকল্প প্রতিকার পাওয়া যায় এই ভিত্তিতে উক্ত রিট পিটিশনটি খারিজ হয়ে যায়। এরপর ১৩ই মে, ২০১৮ তারিখে বিপরীত পক্ষের নং ১ একই বিষয়ের সম্পত্তির বিষয়ে আরেকটি ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল এবং ১৩ মে, ২০১৮ তারিখে উল্লিখিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারির ফলস্বরূপ, উল্লিখিত সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং একজনের পক্ষে একটি বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল র‍্যাডার ভিশন লিমিটেড এবং তাদের পক্ষে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করা হয়।

৭। তারপরে পিটিশনকারী আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং এনফোর্সমেন্ট এর ধারা ১৭ এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন নিরাপত্তা সুদ আইন, ২০০২ (সংক্ষেপে সারফেসি আইন ২০০২) হচ্ছে ২০১৮ সালের ১৩৭ এস এ নং শেখা ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনালের সামনে (সংক্ষেপে ডিআরটি)।

বিজ্ঞ ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল ২৫ই জুন, ২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর ধারা ১৭ এর অধীনে আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। সেই আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হওয়ায় আবেদনকারী বিজ্ঞ ড্রাট , কলকাতার কাছে আপিল করতে পছন্দ করেছিলেন কিন্তু উল্লিখিত আপিলটিও খারিজ করে দিয়েছে ৮ই অগাস্ট ২০১৮-এ বিজ্ঞ ড্রাট  দ্বারা অপ্রীতিকর আদেশ।

৮। মিঃ তিওয়ারি দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে কৌঁসুলি বলেছেন যে আবেদনকারী শুধুমাত্র বিপরীত পক্ষ/ব্যাঙ্কের আশ্বাসের ভিত্তিতে অংশ নিতে সম্মত হয়েছিল যে স্বত্ব দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি অবশ্যই রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স দ্বারা অনুমোদিত হবে যেটি মূল স্বত্ব দলিল আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে, কারণ প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়া বন্ধকটি বিপরীত পক্ষ/ব্যাঙ্কের পক্ষে তৈরি করা যেত না এবং বৈধ বন্ধকের অনুপস্থিতিতে ব্যাংকের পক্ষে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যেত না। মিঃ তিওয়ারি দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দিয়েছিলেন যে স্বত্ব দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি জমা দিয়ে একটি বন্ধকী তৈরি করা যাবে না যদি না এটি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয় যে আসলটি হারিয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়েছে৷ স্বত্ব দলিলটিতে একটি ত্রুটি রয়েছে এবং স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকটি এই জাতীয় অনুমোদন ছাড়া তৈরি করা যায় না এবং বলেছেন যে আবেদনকারীর বিরোধিতা ব্যাঙ্ক দ্বারা গৃহীত হয়েছে যা তাদের নং ১  বিরোধী পক্ষের ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের চিঠি থেকে স্পষ্ট হবে রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্সের কাছে এটি অনুমোদনের জন্য। আবেদনকারীর মতে যখন ই-নিলাম বিক্রির নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তখন বিপরীত পক্ষের পক্ষে কোনও বন্ধক তৈরি করা হয়নি যা তাদের সারফেসি আইন, ২০০২-এর অধীনে পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার দেবে এবং যেহেতু কোনও বৈধ বন্ধক ছিল না, তাই ব্যাঙ্ক থাকতে পারেনি। আইনের অধীনে সম্পত্তি বিক্রির পদক্ষেপ নিয়েছে এবং

তাই আইনের অধীনে সম্পত্তি বিক্রির পুরো পদক্ষেপই খারাপ। এই প্রেক্ষাপটে আবেদনকারী কে জে-তে রায়ের উপর নির্ভর করে। নাথান বনাম এস.ভি. মারুথি রাও এবং অন্যান্য এ আই আর ১৯৬৫ এস সি ৪৩০ এ রিপোর্ট করেছেন।

৯। আবেদনকারী আরও দাবি করেছেন যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৮ এফ ধারার অধীনে বৈধ বন্ধক তৈরি করা হয়নি, তাই বিক্রয়ের অর্থের ২৫% বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্নটি আইনের অধীনে আসে না এবং উঠতে পারে না এবং সরফায়েসি আইন বা বিধিগুলি আহ্বান করার প্রশ্ন উঠতে পারে না এবং উঠতে পারে না। মিঃ তিওয়ারি আরও দাবি করেছেন যে আবেদনকারীর উদ্দেশ্য সর্বদা উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয় করা ছিল এবং বিপরীত পক্ষের আশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি বিডের পরিমাণের ২৫% জমা করেছিলেন যা ১.৪৪ কোটি টাকা। কিন্তু বলা হয়েছে যে সত্য ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা কখনও বিবেচনা করা হয়নি. প্রকৃতপক্ষে শিখেছে ড্রাট কৈলাশ নাথ অ্যাসোসিয়েটস বনাম মামলায় শীর্ষ আদালতের দ্বারা নির্ধারিত প্রস্তাবটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে৷ দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং অন্য একটি (২০১৫) ৪ এসসিসি ১৩৬-এ রিপোর্ট করেছে। পিটিশনকারীর মতে নীচের আদালত আবেদনকারীর যুক্তি রেকর্ড করেনি এবং সেই কারণে যে আদেশটি বাতিল করা হয়েছে তা বিকৃত।

১০। মিঃ তিওয়ারির পক্ষে যুক্তির অন্য অংশটি হল যে আবেদনকারী একটি টাকা জমা দিয়েছেন ১.৪৪ কোটি টাকা এবং বিপরীত পক্ষ/ব্যাঙ্ক ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ধারা ৭৩ এবং ৭৪-এর বিধান লঙ্ঘন করেছে। ২৫% জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী বিক্রয়ের সাথে অগ্রসর না হওয়ার জন্য, বিপরীত পক্ষ/ব্যাঙ্কের কোনো ক্ষতি হয়নি বিডের পরিমাণ, কারণ ব্যাঙ্ক পরবর্তীতে উল্লিখিত সম্পত্তিটি র‍্যাডার ভিশন লিমিটেডের কাছে টাকায় বিক্রি করেছে ৫.১২ কোটি টাকা।

বায়নার অর্থ বাজেয়াপ্ত করা জরিমানা প্রকৃতির এবং এটি গ্রহণ করা যায় না। বর্তমান ক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষের ব্যাংক কোন ক্ষতি না করেই জমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে। তিনি আরও দাবি করেছেন যে মূল নীতি যার ভিত্তিতে বাজেয়াপ্ত করা হবে তা হল বিরোধী পক্ষের ক্ষতির পরিমাণের উপর এবং এই ধরনের পরিমাণকে যে কোনও ক্ষতির রেফারেন্স দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে, যা আসলে ঘটেছে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে যেহেতু বিপরীত পক্ষগুলি উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করেছে, এবং এইভাবে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি বা বিপরীত পক্ষগুলি তাদের ক্ষতির কোনো মূল্যায়ন করেনি। তাদের বিরোধের সমর্থনে আবেদনকারীরা নির্ভর করেছেন এর উপর :-

( এ ) ( ২০১৫ ) ৪ এসসিসি ১৩৬ , ( এমবিএল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম রিটিজ লিমিটেড এবং অন্যান্য)।

( বি ) এআইআর ২০২০ ক্যাল ১৫৫ , ( কৈলাশ নাথ অ্যাসোসিয়েটস বনাম দিল্লি

উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং অন্য)।

( সি) এ আই আর ১৯৬৫ এসসি ৪৩০ ( K.J. নাথান বনাম এস ভি মারুথি রাও এবং অন্যান্য)।

( ডি) ( ২০০৬ ) ১ এসসিসি ৬৯৭ ( আর. জানকিরামন বনাম রাজ্য )।

১১। মিঃ সিং বিদিত বিজ্ঞ কৌঁসুলি বিপরীত পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় নিছক অংশগ্রহণকারী হওয়ায়, দরপত্রের ৭৫% অর্থ প্রদানে খেলাপি হওয়ার পরে বন্ধকটিকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অবস্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে কথিত অভিযোগ আবেদনকারীর তত্ত্বের নীতির দ্বারা আঘাত করে ক্যাভিয়েট এম্পটর। ২০.০৯.২০১৭ তারিখের ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি বিপরীত পক্ষগুলি দ্বারা জারি করা হয়েছিল

সারফেসি আইন, ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক বিধান এবং বিধি বাজেয়াপ্ত করা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর নিয়ম ৯ (৫) অনুসারে ব্যাঙ্কের দ্বারা করা ইএমডি বাধ্যতামূলক।

১২। মিঃ সিং আরও জমা দিয়েছেন যে এই হাইকোর্টের সামনে আবেদনকারীর প্রার্থনা নীচের উভয় ট্রাইব্যুনালের সামনে আবেদনকারীর প্রার্থনার বিপরীত। নীচের ট্রাইব্যুনালের সামনে, পিটিশনকারী কখনই বন্ধকের বৈধতা বা বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেননি এবং এইভাবে আবেদনকারীকে এই আদালতে প্রথমবারের মতো বন্ধকের বৈধতা এবং বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে আইনতভাবে নিষেধ করা হয়েছে৷ তাত্ক্ষণিক রেকর্ড উপর উপকরণ আবেদনটি প্রকাশ করেছে যে আবেদনকারী ২০.০৯.২০১৭ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলামের সময়সূচী তারিখের সাথে নির্দিষ্ট করেছে ১০.১০.২০১৭ তারিখে, পূর্বোক্ত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তুগুলি সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে এবং এর বিষয়বস্তু এবং শর্তাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে ০৪.১০.২০১৭ তারিখে স্বেচ্ছায় একটি ঘোষণা দিয়েছিল, যার ফলে এটি নিঃশর্তভাবে এবং মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল ২০.০৯.২০১৭ তারিখের পূর্বোক্ত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ। পরে নির্ধারিত সময়-ফ্রেম এবং বর্ধিত তারিখের মধ্যে দরপত্রের পরিমাণের ৭৫% ব্যালেন্স পরিশোধে ডিফল্ট স্বীকার করা হয়েছে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি ২০০২-এর বিধি ৯ (৪) এর বিধান অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখানে আবেদনকারী ২০০২ সালের বিধিমালার ৯ ( ৪ ) এবং ৯ ( ৫ ) বিধান অনুসারে বিপরীত পক্ষের দ্বারা বায়নার অর্থ জমার ২৫% বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে বিতর্ক করা থেকে আইনগতভাবে নিষেধ করা হয়েছে যা প্রকৃতিতে বাধ্যতামূলক৷ উপরন্তু ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি শর্তাবলী জারি করা হয়েছে সারফেসি আইন ২০০২ এর বিধান এবং বিধি বিভিন্ন শর্তাবলী এবং

২০.০৯.২০১৭ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত শর্তাবলী, কোন শর্তাবলী এবং শর্তাবলী আবেদনকারীর দ্বারা নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যা তারিখের ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্ট হয় ০৪.১০.২০১৭ তারিখে ।

১৩। এটি বিপরীত পক্ষের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে আবেদনকারী ২০.০৯.২০১৭ তারিখের ই - নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী এবং প্রাসঙ্গিক সম্পর্কে ভালভাবে অবগত থাকার পরে স্বেচ্ছায় বিড প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন সারফেসি আইন, ২০০২-এর বিধানগুলি। যেহেতু আবেদনকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি ২০০২-এর নিয়ম ৯ (৪) এবং ৯ (৫) এ নির্ধারিত বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিডের পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ব্যাঙ্কটি যথাযথভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে ২০০২ সালের বিধিমালার ৯ (৫) নিয়ম অনুসারে বায়নার অর্থ জমার ২৫% যা এই আবেদনে চ্যালেঞ্জের বিষয় হতে পারে না। পিটিশনকারী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিপরীত পক্ষের দ্বারা নির্ভর করা রায়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য নয় যতটা বলা হয়েছে যে রায়গুলি ই-নিলামের নোটিশ জারি করা এবং বায়না অর্থ জমা বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে ইস্যু এবং তথ্যের মতো ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে ছিল না এই মামলাগুলি ২০০২ সালের আইনের বিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত এবং পরিচালিত হয়নি। সেই অনুযায়ী বিপরীত পক্ষগুলি দাবি করেছে যে নীচের উভয় ট্রাইব্যুনালের সমসাময়িক অনুসন্ধান কোন হস্তক্ষেপের জন্য আহ্বান জানায় না, তত্ত্বাবধানের এখতিয়ার প্রয়োগ করে এবং সেই অনুযায়ী বরখাস্তের জন্য প্রার্থনা করে তাত্ক্ষণিক আবেদনের

কারণ সহ সিদ্ধান্ত

১৪। স্বীকার্য যে আবেদনকারী স্বেচ্ছায় প্রশ্নে থাকা স্থাবর সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, যা ব্যাঙ্কের সুরক্ষিত সম্পদ, ব্যাঙ্ক/বিপক্ষ দলগুলি দ্বারা পরিচালিত, যার ফলে ২০.০৯.২০১৭ তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে৷ এবং প্রশ্নে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পূর্বোক্ত নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট শর্তাবলীতে সংবাদপত্রে প্রকাশ করে।

১৫। উল্লিখিত ই - নিলাম বিজ্ঞপ্তিতে সম্পত্তির কলামের বিবরণের অধীনে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে

"১২.০৩.১৯৭৯ তারিখের তারিখের সম্পত্তির মূল স্বত্বের দলিলটি আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং কাগজ প্রকাশ ইত্যাদি সমাপ্ত করার পরে দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি সহ বৈধ ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করা হয়েছিল।"

১৬। এটিও উল্লেখ করা উচিত যে ২০.০৯.২০১৭ তারিখের ই - নিলাম বিজ্ঞপ্তিতেও শর্তাবলী রয়েছে৷ কিছু প্রাসঙ্গিক শর্ত নীচে পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে।

১) ই - নিলাম "যেখানে আছে তেমনই" এবং "যেমন আছে তাই" এবং "অনলাইনে" পরিচালিত হবে। নিলামটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী এম/এস এন্তারস সিসটেম লিমিটেড -এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ওয়েব পোর্টালে ( এইচটিটিপিএস : //ডবলু ডবলু ডবলু. টেন্ডারঅয়াইযারড .কম / সেবিঅক্সান্স ) অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ শর্তাবলী সহ ই-অকশন টেন্ডার ডকুমেন্ট ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যায় (এইচটিটিপিএস : //ডবলু ডবলু ডবলু. টেন্ডারঅয়াইযারড .কম / সেবিঅক্সান্স)।

২) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্যের জন্য, সম্পত্তি / আইইএস এর উপর কোন দায়বদ্ধতা নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়-দায়িত্ব, সম্পত্তির স্বত্ব/নিলামে রাখা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া/সম্পত্তিকে প্রভাবিত করার বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের পরিচিত বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত অফিসার / সুরক্ষিত পাওনাদার কোন তৃতীয় পক্ষের দাবি / অধিকার / বকেয়া জন্য কোনভাবেই দায়ী থাকবে না৷

*********

৭) আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তিটি পরিদর্শন করা এবং সন্তুষ্ট করা।

***

৯) সফল দরদাতার বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে এবং অসফল দরদাতার ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোনো সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে, অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক নিলামের মূল্য গ্রহণের দিন এবং বিক্রয় মূল্যের ভারসাম্য বিক্রয়ের ১৫ তম দিনে বা তার আগে বা সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। লিখিতভাবে এবং শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ জমা না করায় সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে, ইতিমধ্যেই জমা করা হয়েছে এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/অংকের বিষয়ে কোনো দাবি/অধিকার থাকবে না।

*****

১৪) বিক্রয় আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তাকরণ এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদ আইন ২০০২ প্রয়োগের অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তের সাপেক্ষে হবে।

১৫) এই প্রকাশনাটি সমস্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জন্য একটি ১৫ দিনের নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৯ (১) / ৮ (৬) / ৬ (২) এর অধীনে প্রয়োজনীয়।

১৭। ১০.১০.২০১৭ তারিখে ই - নিলামের সময়সূচী তারিখে উল্লিখিত ই - নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার আগে আবেদনকারী উল্লিখিত নোটিশের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করার পরে এবং উল্লিখিত নোটিশের শর্তাবলীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে স্বেচ্ছায় ৪.১০.২০১৭ তারিখে বিপরীত পক্ষের সাথে একটি ঘোষণা করেছে এবং এর ফলে নিঃশর্তভাবে পূর্বোক্ত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী মেনে চলতে সম্মত হয়েছে।

১৮। উল্লিখিত ঘোষণার তারিখ ৪.৯.২০১৭-এ আবেদনকারী কিছু মন্তব্য করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি নীচে পুনরুৎপাদন করা যেতে পারে

১) আমি/আমরা, দরদাতারা এতদ্বারা বলছি যে, আমি/আমরা বিক্রয়ের সম্পূর্ণ শর্তাবলী পড়েছি এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝেছি। আমি/আমরা, এতদ্বারা নিঃশর্তভাবে উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে চলতে এবং আবদ্ধ হতে সম্মত এবং অনলাইন নিলামে অংশ নিতে সম্মত।

*********

২) আমি/আমরা বুঝি যে আমাকে/আমাদেরকে সফল হিসাবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে ঘোষণা করা হলে, আমি/আমরা নিঃশর্তভাবে বিক্রয়ের শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য। আমি/আমরা এও সম্মত হচ্ছি যে যদি আমার/আমাদের সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য বিড অনুমোদিত অফিসার দ্বারা গৃহীত হয় এবং তারপরে যদি আমি/আমরা বিক্রয়ের শর্তাবলী মেনে চলতে বা কাজ করতে ব্যর্থ হই বা আমি/অক্ষম না হই যে কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লেনদেন সম্পূর্ণ করুন। যাই হোক না কেন এবং/অথবা যেকোন/সমস্ত শর্ত ও শর্তাবলী পূরণ করতে ব্যর্থ হলে, দরপত্রের সাথে আমার/আমাদের দ্বারা প্রদত্ত ইএমডি এবং অন্য কোন মাস এবং তারপরে, অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হতে বাধ্য।

৩) আমি এও সম্মত যে অবশেষে অনুমোদিত অফিসের খেলাপি দরদাতার দ্বারা অর্থ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা হতে পারে এমন কোনও অংশের উপর দাবি চালু করা যাবে না।

১৯। আবেদনকারী পূর্বোক্ত ই-নিলামে অংশগ্রহণ করার পরে নোটিশে বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা হয়ে ওঠে এবং এখানে বিপরীত পক্ষগুলি জমা দেওয়ার অনুরোধের সাথে আবেদনকারীর পক্ষে ১০.১০.২০১৭ বিক্রয় কনফরমেশন পত্র জারি করেছিল / বাজেয়াপ্ত করার ধারা সম্পর্কে আরও সতর্কতার সাথে উল্লিখিত চিঠিতে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিডের অবশিষ্ট পরিমাণ প্রেরণ করুন।

২০। তদনুসারে আবেদনকারী বিডের পরিমাণের ২৫% জমা করে এবং ২৩.১০.২০১৭ তারিখে বিরোধী পক্ষের কাছে ব্যালেন্স বিডের অর্থ প্রদানের জন্য সময় বাড়ানোর জন্য একটি অনুরোধ করেছিল৷ বিপরীত পক্ষগুলি এখানে অবশিষ্ট ৪,২৬,২৪,০০০ / টাকা জমা করার সময় বাড়িয়েছে ২৮.১২.২০১৭ পর্যন্ত আবেদনকারীর দ্বারা এবং উল্লিখিত পরবর্তীতে এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২৮.১২.২০১৭ এর মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সম্পত্তির বিক্রয় বাতিল করা হবে এবং বায়না অর্থ। ই-নিলামের শর্তাবলী অনুসারে জমা (ইএমডি) পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে আরও সতর্কতার সাথে যে অতিরিক্ত সময় নেই মঞ্জুর করা হবে। ১৫.১২.২০১৭ তারিখে বিপরীত পক্ষগুলি আবার আবেদনকারীকে একটি চিঠি লিখে আবেদনকারীকে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে উল্লিখিত অর্থ জমা দিতে বলে। ২০.১২.২০১৭ তারিখে, বিপরীত পক্ষগুলি আবার আবেদনকারীকে একটি চিঠি লিখে এবং সেই সমস্ত চিঠিতে আবেদনকারীকে উক্ত অর্থ জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট অনুরোধ করা হয়েছিল এবং সতর্ক করা হয়েছিল যে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, বিক্রয় করা হবে। ই-নিলামের শর্তানুযায়ী সম্পত্তি বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিরোধী দলের

বারবার অনুস্মারক প্রাপ্তি সত্ত্বেও, আবেদনকারী ২৮.১২.২০১৭ এর বর্ধিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত ৭৫% ব্যালেন্স বিডের পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং অবহেলা করেছিল এবং সেই কারণে বিপরীত পক্ষগুলি ১০.১০.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত ই-নিলাম বিক্রয় বাতিল করেছে, প্রশ্নবিদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে এবং বাজেয়াপ্তকৃত টাকা ১,৬৪,০০০০০/- সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ৯ (৪) এবং ৯ (৫) এর বিধান অনুসারে ১০.১০.২০১৭ তারিখে বলা ই-নিলাম বিক্রয় বাতিল করার পরে, বিপরীত পক্ষগুলি নতুন ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ১৩.০৫.২০১৮।

২১। এখানে পিটিশনকারীরা ১৩.০৫.২০১৮ তারিখের পূর্বোক্ত নতুন ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন ডিআরটি - ১ কলকাতা সারফেসি আইন ২০০২ এর ধারা ১৭ (১) এর অধীনে ২০১৮ সালের এস এ নং ১৩৭।

২২। ইতিমধ্যে প্রশ্নে থাকা সম্পত্তিটি একটি রাদার ভিসন লিমিটেড -এর কাছে বিক্রি করা হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনার প্রাপ্তির পরে, বিপরীত পক্ষগুলি ১৪.০৬.২০১৮ তারিখে উপরোক্ত র‍্যাডার ভিসন লিমিটেড-এর পক্ষে বিক্রয়ের শংসাপত্র জারি করেছিল। উপরোক্ত নিষ্পত্তি করার সময় ২০১৮ ডিআরটি এর এসএ ১৩৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে নিম্নরূপ : -

"বিস্তারিত শুনানিতে এটি স্পষ্ট হয় যে আবেদনকারী অত্যন্ত সচেতন যে নিলাম বিক্রয় সম্পত্তির মূল ছোট দলিলটি আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তারপরে দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি সহ একটি বৈধ ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করা হয়েছে এবং বিবাদী ব্যাঙ্ক এটি অনুসরণ করেছে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার মাধ্যমে এবং আবেদনকারীকে ১০.১০.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ই-নিলামে সফল দরদাতা এবং ৫১,০০,০০০/- টাকা এবং বিবাদীকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ব্যাঙ্ক ৪,৩২,০০,০০০/- টাকা জমা দেওয়ার জন্য আরও সময় বাড়িয়েছে এবং ২৮.১২.২০১৭ তারিখে আবেদনকারী এই শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যালেন্স পেমেন্ট না করে বারবার আন্দোলন করছে। বিবাদী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে।

নিলামের নিয়ম অনুযায়ী আবেদনকারীর বিড বাজেয়াপ্ত করার পর নতুন করে বিক্রি করা ছাড়া বিবাদী ব্যাংকের আর কোনো বিকল্প নেই। তাই আবেদনকারীরা নিলাম বিক্রির নিয়মের শর্ত মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে, বেশ কিছু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। এই আবেদনটি যোগ্যতাহীন এবং আবেদনকারী কোনো ত্রাণ পাওয়ার যোগ্য নয় এবং প্রদত্ত পরিমাণ ইতিমধ্যেই

বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং বিক্রয় বাতিল করা হয়েছে এবং ই-নিলামের শর্তাবলী অনুসারে ইএমডি পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এটি বিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা জমা দেওয়া হয় উত্তরদাতা ব্যাঙ্কের যে ১৪-৬-২০১৮ তারিখে নির্ধারিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিক্রয়ের শংসাপত্র ইতিমধ্যেই নিলাম ক্রেতাকে জারি করা হয়েছে, যিনি সম্পূর্ণ বিক্রয়ের অর্থ প্রাপ্তির পরে সর্বোচ্চ দরদাতা।

বিবাদী ব্যাঙ্ক ২৯.০৫.২০১৮ তারিখে সংঘটিত নতুন বিক্রয়ের সাথে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতায় রয়েছে৷ তদনুসারে আইএ  নং ১০৮১ এবং ১০৮২/১৮ এবং ২০১৮ সালের এসএ ১৩৭ নিষ্পত্তি করা হয়৷ "

২৩। ২৫.০৬.২০১৮ তারিখের উপরোক্ত রায় এবং আদেশ ডিআরটি - ১ কলকাতা কর্তৃক ২০১৮ সালের এসএ  নং ১৩৭-এ গৃহীত হয়েছিল, এখানে পিটিশনকারীর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল ২০১৮-এর ১৪০ নম্বর আপিল, সারফেসি -এর ধারা ১৮ (১) এর আইন অধীনে ২০০২সালে

২৪। কথিত আপিল নিষ্পত্তি করার সময় বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল বলেছিল যে এটি স্পষ্ট যে প্রশ্নে থাকা সম্পত্তির মূল নথিগুলি আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রত্যয়িত অনুলিপির ভিত্তিতে ব্যাংকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করা হয়েছিল যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ২০.০৯.২০১৭ তারিখের নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ১০.১০.২০১৭ তারিখের নিশ্চিতকরণ পত্র এবং ২৩.১০.২০১৭ তারিখে ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা এক্সটেনশনের চিঠিতে। তিনি আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে উক্ত সত্য সম্পর্কে জানা থাকার কারণে আবেদনকারী এই প্রভাবে অঙ্গীকার করেছেন যে তিনি নিঃশর্তভাবে বিক্রয়ের শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন এবং তাই এটি বলা যাবে না যে ব্যাংক কোনো তথ্য গোপন করেছে বা পক্ষগুলোকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে আপীলকারীর ০৯.১০.২০১৭ তারিখের চিঠির বিষয়বস্তুর সমর্থনে রেকর্ডে কোন প্রমাণ নেই যে অনুমান করার জন্য যে কোনও ব্যাংক কর্মকর্তা আপীলকারীকে সম্পত্তির স্বত্ব দলিলের বিষয়ে কোনও অনুমোদন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এবং শুধুমাত্র রেজিস্ট্রারকে একটি চিঠি লেখাই অনুমান করার জন্য যথেষ্ট নয় যে ব্যাঙ্ক সার্টিফাইড কপিতে এই ধরনের অনুমোদন পেতে রাজি হয়েছে৷ আপিল ট্রাইব্যুনাল শেষ পর্যন্ত এ কথা বলে শেষ করেন

" আপীলকারী ২৮.১২.২০১৭ পর্যন্ত অর্থ জমা করেননি এইভাবে ই-নিলামের শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাই ব্যাঙ্ক আপীলকারীর জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং সম্পত্তিটি নতুন নিলামের জন্য রেখেছে। মাননীয় মাদ্রাজ হাইকোর্ট ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সালের ২০০৮ সালের সিএ নং ১৯৮৩-এর সিপি নং ৫২৬ সাল ২০০০-এ ১৩.০৪.২০০৯ তারিখে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে 'নিলামে ক্রয়কারী সমস্ত ত্রুটি সাপেক্ষে সম্পত্তি গ্রহণ করবে স্বত্ব এবং সতর্কীকরণ এম্পটরের মতবাদ এই ধরনের ক্রেতার জন্য প্রযোজ্য 'এবং এটিও যে 'যদি সম্পত্তিটি বিক্রি করা হয় 'যেখানে আছে এবং যা আছে তার ভিত্তিতে' নিলাম ক্রেতার স্বত্বটি তদন্ত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেলে তাকে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল নিলামে অংশ নেওয়ার সময় 'এই রায়ে দেওয়া নীতিটি এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হবে আমি কৈলাশ নাথ অ্যাসোসিয়েটস এবং দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'র দেওয়া প্রস্তাবের সাথে সম্মতি জানাচ্ছি অন্য একটি মামলা কিন্তু এটি আপীলকারীকে কোন সহায়তা প্রদান করে না কারণ একই ঘটনাগুলিকে আলাদা করা যায়। আপীলকারী নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী লঙঘন করেছেন যা জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি বৈধ ভিত্তি।

২৫। মিঃ তেওয়ারি দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে কৌঁসুলি শিখেছেন যে পূর্বোক্ত ন্যায়সঙ্গত বন্ধকের বৈধতা এবং বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপির ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করা যাবে না। ২০১৮ সালের এস সি ১৩৭ সারফায়েসি আবেদনে এখানে আবেদনকারীর দাবি করা ত্রাণ থেকে এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারী বন্ধকের বৈধতা এবং বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেননি বরং তাদের প্রার্থনায় তারা ব্যাংকের বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করেছেন। ১৩.০৫.২০১৮ তারিখের পরবর্তী ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি আলাদা করার জন্য আবেদনকারীর পক্ষে প্রশ্নে স্থাবর সম্পত্তি। এমনকি আগে বিজ্ঞ ড্রাট আবেদনকারী আপিলের প্রার্থনা অংশে বন্ধকের বৈধতা এবং বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেননি তবে আবেদনকারী আবেদনকারীর পক্ষে প্রশ্নে থাকা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যাতে পরবর্তী বিক্রয় নোটিশটি বাতিল যায় তারিখ ১৩.০৫.২০১৮ এবং নিলাম তারিখ ২৯.০৫.২০১৮ এ । বিপরীতে আপিল নং ১৪০ নিষ্পত্তি করার সময় বিজ্ঞ ড্রাট

২০১৮ সালের ৭ অনুচ্ছেদে কোন বিরোধ নেই বলে রায় দিয়েছে ব্যাংকের পক্ষে বন্ধকের বৈধতা সম্পর্কে।

২৬। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং যখন বন্ধকী বন্ধকের বৈধতা সম্পর্কে কখনও প্রশ্ন করেননি, তখন আবেদনকারীর ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগকারী এই আদালতের সামনে এই জাতীয় সমস্যা উত্থাপন করার সুযোগ কমই আছে৷ এই প্রেক্ষাপটে বিপরীত পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে দলিলের প্রত্যয়িত অনুলিপি জমা দিয়ে বৈধ বন্ধকীও তৈরি করা যেতে পারে যখন এটি বিবাদে না থাকে এবং পক্ষগুলিকে জানা যায় যে আসল দলিলটি আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে এআইআর ১৯৯০ কেরালা ১৫৭ ( সি আসিয়াম্মা বনাম এসবিআই মাইসর এবং অন্যরা ), এআইআর ২০০৭ মাদ্রাস ৩৪ ( এম/ এস রাইড মাস্টার রাইমস প্রাইভেট লিমিটেড ভিএস বনাম আই.এন ব্যাংক লিমিটেড, চেন্নাই) এ রিপোর্ট করা রায়েও নির্ভরতা রাখা হয়েছে সিভিল রিভিশন পিটিশন নম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের রায় পাস হয়েছে। ০৭.০৮.২০১৮ তারিখের ২০১৮ সালের ৬০২২ (জি. বালামনি এবং অন্যান্য বনাম পরিমি মঙ্গা দেবী)। তদনুসারে এই প্রসঙ্গে নীচের আদালতের দ্বারা করা ফলাফলগুলিকে বিকৃত বলা যাবে না যাতে এই আদালতের হস্তক্ষেপ ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।

২৭। মিঃ তেওয়ারি আমানতকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার প্রেক্ষাপটে আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে কৌঁসুলি শিখেছেন যে এআইআর ২০২০ ক্যাল ১৫৫ (এমবিএল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বনাম রিটিজ লিমিটেড এবং অন্যান্য) এ রিপোর্ট করা এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছে যেখানে কৈলাশ নাথ অ্যাসোসিয়েটস বনাম দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও অন্য (সুপ্রা) রায়ের উল্লেখ করা হয়েছে ডিভিশন বেঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়

যে পরবর্তী নিলামে যদি কম দাম পাওয়া যেত তাহলে আগের সর্বোচ্চ দরদাতার পার্থক্যের জন্য অগ্রসর হতে পারত কারণ আগের দরদাতা তার দর মানতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে ক্ষতির পরিমাণ হত। তদনুসারে বর্তমান মামলাটিও এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশিকা অনুসরণ করে মোকাবেলা করা উচিত।

২৮। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলগুলো সম্মত হয়েছে যে নিলাম ক্রেতার দ্বারা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, জমাকৃত বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যেহেতু এই যোগফল প্রাক অনুমান ক্ষতি বা ক্ষতির সাথে সম্পর্কিত নয় কিন্তু চুক্তির কার্যকারিতা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে একটি পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত, এটিকে জরিমানা বলা যেতে পারে। অগ্রিম আমানত বাজেয়াপ্ত করার ন্যায্যতাকে মূল্যের একটি অংশ হিসাবে "বায়না" হিসাবে প্রমাণ করার জন্য চুক্তির শর্তগুলি যথেষ্ট সুস্পষ্ট এবং আমানতকারী পক্ষকে জানাতে হবে। এখানে নিলাম বিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি পূর্বোক্ত চিঠিপত্রগুলি থেকে, বিপরীত পক্ষ বারবার আবেদনকারীকে চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বায়নার অর্থ বাজেয়াপ্ত করার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং তাই এটা বলা যাবে না যে চুক্তির শর্তাবলী বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আবেদনকারীকে জানানো হয়নি।

২৯। মওলা বক্স বনাম ভারত ইউনিয়ন সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের আগে, এআইআর ১৯৭০ এসসি ১৯৫৫-এ রিপোর্ট করেছে বায়নার অর্থ সংক্রান্ত আইনটি নিছক একটি অংশ পেমেন্ট নয় বরং দর কষাকষি করার জন্য একটি বায়না ছিল। প্রদত্ত অর্থ বায়না অর্থ বা অগ্রিম আমানত অংশ পেমেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত শব্দগুলির উপর নির্ভর করে না বরং পক্ষগুলির অভিপ্রায় এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এখানে দলগুলোর উদ্দেশ্য ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, কোনো টানাপোড়েন নেই

কল্পনা থেকে বোঝা যায় যে এটি একটি অগ্রিম আমানত ছিল আংশিক অর্থপ্রদান হিসাবে, তবে এটি দর কষাকষির জন্য আন্তরিকভাবে করা হয়েছিল। শ্রী হনুমান কটন মিলস এবং অন্যান্য বনাম টাটা এয়ার ক্রাফ্টস লিমিটেড এআইআর ১৯৭০ এসসি ১৯৮৬-এ রিপোর্ট করেছে যে ফতেহচাঁদ মামলায় পাঁচ বিচারকের বেঞ্চের দ্বারা নির্ধারিত আইনটি হল যে লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের সমস্ত শর্তাদি চুক্তির ৭৪ ধারা আইন দ্বারা আচ্ছাদিত হবে।

৩০। ধারা ৭৪-এ "যদি চুক্তিতে জরিমানা দ্বারা অন্য কোনো শর্ত থাকে" অভিব্যক্তিটি ধারাটির কার্যকারিতাকে প্রশস্ত করে যাতে এটি জরিমানার মাধ্যমে সমস্ত শর্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যে শর্তগুলি একটি পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় বা অন্য একটি চরিত্র যেমন ইতিমধ্যে প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা। প্রকৃতপক্ষে শাস্তির একটি উপাদান বহনকারী চুক্তিতে বাজেয়াপ্ত করার শর্ত হল শাস্তির প্রকৃতি। যেখানে শর্তাবলীর কার্যকারিতা সুরক্ষিত করার জন্য একটি চুক্তির মাধ্যমে একটি অর্থ প্রদেয় করা হয়, সেই পরিমাণটি প্রাথমিকভাবে জরিমানা হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতি হিসাবে নয়। যেখানে নিলাম ক্রেতা তার বিপরীত পক্ষের সাথে যে চুক্তিতে প্রবেশ করেছে তা প্রত্যাখ্যান করে, সেক্ষেত্রে তিনি যে বায়নার অর্থ প্রদান করেছেন তার সেই অংশ পুনরুদ্ধার করার অধিকারী হবেন না। যাইহোক, বায়না অর্থ যা মূলত একটি জরিমানা নয় কিন্তু একটি চুক্তি পূরণের জন্য নিছক নিরাপত্তা, ১৮৭২ সালের আইনের ধারা ৬৩ এবং ধারা ৬৪ এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় না। সেই অনুযায়ী বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে চুক্তির ক্রেতাদের প্রয়োজন সম্পত্তির মোট মূল্যের ২৫% জমা করুন এবং আরও প্রদান করে যে আমানতটি বায়না হিসাবে থাকবে

চূড়ান্ত অর্থপ্রদানে সামঞ্জস্য করা হবে এবং সরবরাহ করে যে ক্রেতার কাছে কোনো সুদ প্রদেয় নয় এবং এটি ক্রেতার দ্বারা নিঃশর্তভাবে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ক্রেতা মূল্যের ২৫% জমা করে, তাই জমা করা পরিমাণ বায়না হিসাবে একটি আমানত। যেখানে একজন ক্রেতা "যেমন আছে সেখানে" এবং "যেমনটি আছে" ভিত্তিতে সম্পত্তি গ্রহণ করেন কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয়ের অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, চুক্তির অধীনে বিক্রেতা আমানত বাজেয়াপ্ত করার অধিকারী। উপরোক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং চুক্তির শর্তাবলী থেকে প্রাপ্ত পক্ষগুলির উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, ব্যাংক আইনের পরিপন্থী কিছু করেছে তা দেখানোর কিছু নেই। এমবিএল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (সুপ্রা) তে আবেদনকারীর দ্বারা নির্ভর করা রায়টি বাস্তবিকভাবে আলাদা করা যায় কারণ নোটিশের পর থেকে প্রতিটি চিঠিপত্রের পক্ষ সম্মত হয়েছে যে বিক্রয়টি সারফেসি আইন ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তের সাপেক্ষে হবে। সম্পূর্ণরূপে জেনে ২০০২ সালের উল্লিখিত আইনের বিধান এবং এতে প্রণীত বিধি সম্পর্কে, আবেদনকারীরা নিলাম ক্রয়ে অংশ নিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী আইন এবং বিধি ২০০২ এর বিধানগুলি বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। ২০০২-এর বিধিগুলি সারফায়েসি আইন ২০০২-এর অধীনে গৃহীত একটি বিক্রয়কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিধি ৯ (৫) বিধি ৯ (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ক্রেতার দ্বারা অর্থপ্রদান না করলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দেয় যা ব্যালেন্সের পরিমাণ পরিশোধের অনুমতি দেয় স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ১৫ তম দিনে বা তার আগে ক্রয় মূল্য বা ব্যাংক এবং ব্যাংকের মধ্যে লিখিতভাবে সম্মত হতে পারে এমন বর্ধিত মেয়াদ

ইচ্ছুক ক্রেতা কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তিন মাসের বেশি নয়। উপরে উল্লিখিত হিসাবে ব্যাঙ্ক বাকি অর্থ জমা করার জন্য ২৮শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত সময় বাড়িয়েছিল কিন্তু এখানে আবেদনকারী সেই বর্ধিত সময়ের মধ্যেও ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যার জন্য ব্যাংক শর্তাবলীতে জমা করা বায়না বাজেয়াপ্ত করার জন্য এগিয়ে গেছে ২০০২ সালের বিধির ৯ (৫) বিধির।

৩১। একটি দেওয়ানী আপীল নং (এস) ৯৮৯৫ সাল ২০১৬ (অথরাইজড অফিসার, এসএএমবি, এসবিআই এবং আরেকজন বনাম রাজ কুমার আগরওয়াল) এই মতকে সমর্থন করে যে যদি নিলাম বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধির ৯ (৫) বিধি অনুসারে করা হয় ২০০২, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা দায়বদ্ধ ২০২২-এর ডবলুপি নং ২৭৬৫ এবং ২০২২-এর ডবলুএমপি নং ২৯২৩ এবং ২৯২৪-এ মাদ্রাজ হাইকোর্ট (মেসার্স কেপ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং অনুমোদিত আধিকারিক এসবিআই চেন্নাই) সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে যখন আবেদনকারী নিলামে অংশ নিয়েছিলেন এবং বিক্রয়ের তারিখে ইএমডির পরিমাণ পরিশোধ করেন এবং যদি আবেদনকারী/নিলাম ক্রেতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে বিধি সহ পড়া সারফায়েসি আইনের বিধানের অধীনে ব্যাঙ্কের দ্বারা উল্লিখিত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে ২০০২ সালে, কোন দুর্বলতায় ভোগে না এবং এই ধরনের আদেশ হস্তক্ষেপ করা দায়বদ্ধ নয়। এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ ২০১৬ সালের ডবলুপি নং ১২৮ (মেসার্স পোদ্দার কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য একটি বনাম অস্ত্র এবং অন্য) একটি রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করার সময়ও বলেছিল যে ৯ (৫) বিধি অনুসারে বাজয়াপ্ত করার আদেশ পাস করার কোনও দুর্বলতা নেই ) ২০০২ এর আইনের যখন আবেদনকারী জমা দিতে ব্যর্থ হন

বিক্রয় গঠনের ১৫ তম দিনের মধ্যে বা এর মধ্যে অর্থ ক্রয় করুন বর্ধিত সময়ের ।

৩২। ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৭-এর অধীনে শেষ কিন্তু অন্তত এই আবেদনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, নীচের উভয় ট্রাইব্যুনালের সমসাময়িক অনুসন্ধান দ্বারা সংক্ষুব্ধ। সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন রায়ে হাইকোর্টের এই ধরনের এখতিয়ার প্রয়োগের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেছে। অমরজিৎ অথোত্রা এবং অন্য বনাম. শ্রী মহিন্দর সিং এবং অন্য একজন রিপোর্ট করেছেন (২০১৪) এসসিসি অনলাইন ডেল ১২২৮, দিল্লি হাইকোর্ট এই প্রসঙ্গে সিরিজের রায় উদ্‌ধৃত করে অনুচ্ছেদ ৩৪-এ একটি অনুসন্ধানে এসেছে নিম্নরূপ : -

" ৩৪। উপরে উল্লেখিত মামলাগুলিতে পর্যবেক্ষণগুলি যত্ন সহকারে পড়ার পরে, এটি নিরাপদে বলা যেতে পারে যে ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে বিচারিক হস্তক্ষেপের সুযোগটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ২২৭ ধারার অধীনে কার্যধারা বন্ধ করে দেওয়া আদালত আপিল আদালত হিসাবে কাজ করতে পারে না এবং করা উচিত। নিকৃষ্ট ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষ এবং আদালতকে তাদের সীমানার মধ্যে রাখার জন্য এবং যেখানে এটি ন্যায়বিচারের সুস্পষ্ট গর্ভপাত ঘটায় এবং অন্য সব ক্ষেত্রে কেবল ত্রুটি সংশোধন করার ক্ষমতা ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে রয়েছে বিচক্ষণ প্রকৃতির এবং এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে নিম্ন আদালত বস্তুগত প্রমাণকে উপেক্ষা করে বা এমন কিছু প্রমাণ বিবেচনা করে যা অন্যায়ের ফলে বিবেচনা করা উচিত নয় এবং এমন ক্ষেত্রে নয় যেখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি এটি যুক্তিসঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত এবং হাইকোর্টের এই ধরনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত হবে শুধুমাত্র এই বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছানোর জন্য কারণ এটি তথ্য অনুসন্ধানের প্রমাণের প্রশংসা করবে যা আপিল আদালতের ভূমিকা নয়। ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে কাজ করছে সুপারভাইজরি কোর্ট "

৩৩। এম/ এস ইন্ডিয়া পাইপ ফিটিং কোম্পানি বনাম ফকরুদ্দিন এম এ বাকের এবং অন্য একজন, ( ১৯৭৭ ) ৪ এসসিসি ৫৮৭ অনুচ্ছেদ ৫ এ আদালত ধার্য করেছেন নিম্নরূপ:-

৫। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় হাইকোর্টের সীমাবদ্ধতা ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ধারা ২২৭-এর অধীনে ক্ষমতা হল বিচার বিভাগীয় তত্ত্বাবধানের একটি এবং এটিকে ব্যবহার করা যাবে না তথ্যের উপসংহারগুলিকে বিপর্যস্ত করার জন্য যতই ভুল হোক না কেন। এটা ভালোভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং সম্ভবত অনেক দেরি হয়ে গেছে এই সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করতে

আদালতে ওয়ারিয়াম সিং বনাম অমরনাথ [ এআইআর ১৯৫৪ ২১৫ : ১৯৫৪ এসসিআর ৫৬৫ : ১৯৫৪ এসসিজে ২৯০] যেখানে নীতিগুলি স্পষ্টভাবে নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:

ডালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ লিমিটেড বনাম সুকুমার মুখার্জি [এআইআর ১৯৫১ ক্যাল ১৯৩]-তে হ্যারিস, বিচারপতি দ্বারা নির্দেশিত অনুচ্ছেদ ২২৭ দ্বারা প্রদত্ত সুপারিনটেনডেন্সের এই ক্ষমতাটি সবচেয়ে কম এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে অধস্তন আদালত তাদের কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে এবং নিছক ত্রুটি সংশোধনের জন্য নয় "

নগেন্দ্র নাথ বোরা বনাম কমিশনার অফ হিলস ডিভিশন অ্যান্ড আপিল, আসাম [এআইআর ১৯৫৮ এসসি ৩৯৮: ১৯৫৮ এসসিআর ১২৪০: ১৯৫৮ এসসিজে ৭৯৮]এই আদালতের আরেকটি সাংবিধানিক বেঞ্চ একই দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করেছিল। এমনকি সম্প্রতি বাথুটমল রাইচাঁদ ওসওয়াল বনাম লক্ষ্মীবাই আর টারতা [ ( ১৯৭৫ ) ১ এসসিসি ৮৫৮ ] বোম্বে ভাড়া, হোটেল এবং লজিং হাউস রেট কন্ট্রোল অ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর অধীনে বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটেদের মধ্যে একটি মামলা মোকাবেলা করে, এই আদালত তার আগের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:

"যদি বাস্তবে কোনো ত্রুটি, যদিও রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট দেখা যায়, তবে সার্টিওরির একটি রিটের মাধ্যমে সংশোধন করা না গেলে, এটি একটি "ফোরটিওরি" অনুসরণ করা উচিত যে এটি হাইকোর্টের অধীনে তার এখতিয়ারের অনুশীলনে সংশোধনের বিষয় নয় অনুচ্ছেদ ২২৭ এ। ধারা ২২৭-এর অধীনে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা সত্যের একটি ত্রুটি সংশোধন করার জন্য আহ্বান করা যাবে না যা শুধুমাত্র একটি উচ্চ আদালত আপীল আদালত হিসাবে তার বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগে করতে পারে। হাইকোর্ট অনুচ্ছেদ ২২৭ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার ছদ্মবেশে নিজেকে আপিল আদালতে রূপান্তর করতে পারে না যখন আইনসভা আপিলের অধিকার প্রদান করে না এবং অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে সত্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করে। "

৩৪। বুরুগু মহাদেব এবং পুত্র এবং পুত্র এবং অন্য বনাম সিরিগিরি নরসিং রাও এবং অন্যরা (২০১৬) ৩ এসসিসি ৩৪৩-এ রিপোর্ট করেছেন যে হাইকোর্ট এই ধরনের আবেদন নিষ্পত্তি করার সময় নীচের আদালতের দ্বারা কোন এখতিয়ারগত ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তার তদন্তকে সীমাবদ্ধ করা উচিত ছিল এবং যদি তা করা না হয় তবে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ হয়।

৩৫। ভোজ রাজ কুনওয়ারজি অয়েল মিল এবং জিনিং ফ্যাক্টরিতে এবং আরেকটি বনাম। যোগরাজ সিনহা শঙ্কর সিনহা পরিহার এবং অন্যান্য, প্রতিবেদনে (১৯৮৫) ১ এসসিসি ১৪৯ সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের আদেশে হস্তক্ষেপ করার ন্যায়সঙ্গত ছিল না

পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার একমাত্র ভিত্তি যে উপর একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

তথ্য পাওয়া সম্ভব ছিল।

৩৬। জয় সিং এবং অন্যান্য বনাম দিল্লির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্য একটি রিপোর্ট (২০১০) ৯ এসসিসি ৩৮৫-এ এই ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আদেশে হস্তক্ষেপ করা দায়িত্বের গুরুতর অবহেলা এবং আইনের মৌলিক নীতির স্পষ্ট লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বা ন্যায়বিচার এবং উচ্চ আদালত হস্তক্ষেপ না করলে একটি গুরুতর অন্যায় অসংশোধিত থেকে যাবে। এটাও ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে হাইকোর্ট এই অনুচ্ছেদের অধীনে কাজ করার সময় আপিল আদালত হিসাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না বা অধস্তন আদালত / ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে তার নিজের রায় প্রতিস্থাপন করতে পারে না এমন একটি ত্রুটি সংশোধন করতে যা আদালতের রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট নয়।

৩৭। যেহেতু উভয় ট্রাইব্যুনালের ফলাফল বিকৃত বা বেআইনি তা বলার কিছু নেই বা ট্রাইব্যুনালগুলি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এমন কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি সম্ভবত এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না, তাই আমি কেবলমাত্র ট্রাইব্যুনালের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কিছু খুঁজে পাই না তথ্য সম্পর্কে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছানোর নিছক সম্ভাবনা এবং মামলার পরিস্থিতি।

৩৮। সি.ও. ২০১৯ এর ৩০৬৭ এইভাবে খারিজ হয়ে গেছে।

৩৯। খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না।

এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, সরবরাহ করা হবে

সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলিকে।

( বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়)

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।